ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬৬ ● কলকাতা ● ০৯ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সানিয়ার প্রথম প্রেমিকের নাম কী, যে কারণে বিয়ে হয়নি — পৃঃ ৫

এখনও পূরণ হয়নি মেসির যে স্বপ্ন! — পৃঃ ৬

পঞ্চায়েত দপ্তরে ৭ হাজার কর্মী নিয়োগ, আবেদন করুন শিগগিরই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুয়ারে লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজনৈতিক দলগুলি এখন ব্যস্ত নতুন গেম প্ল্যান ঠিক করতে। কেন্দ্র হোক বা রাজ্য সরকার, ভোটের আগে আমজনতাকে খুশি করতে ততপর সবাই। এই আবহে বড় সুখবর শোনা গেল চাকরিপ্রার্থীদের জন্য। রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত দপ্তরে শূন্য পদগুলিতে নিয়োগের প্রস্তুতি শুরু করেছে।এই কর্মশালার মূল বিষয় হল পঞ্চায়েত দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা। জয়েনট বিডিও এবং ডিপিআরডিওরা উপস্থিত থাকবেন এই কর্মশালায়। সূত্রের খবর, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিটি শূন্য পদ চিহ্নিত করা হবে ডিএলসিসির মাধ্যমে। রাজ্য সরকার চাইছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিচালনা করতে। সেই উদ্দেশ্যে সাহায্য নেওয়া হবে একটি পোর্টালের। এই পোর্টালের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের তালিকা তৈরি ও স্ক্রুটিনি করা হবে।রাজ্য সরকার তিন স্তর মিলিয়ে মোট ৭০০০ পদের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। এই নিয়োগ দেওয়া হবে ধাপে ধাপে। এছাড়াও রাজ্য সরকার নিয়োগে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। জানা যাচ্ছে নির্বাচনের আগে শুরু হয়ে যাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ববাংলা কনভেশন

এরপর ৩ পাতায়

'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় আসুন, অনেক সুবিধা পাবেন, রাজ্যকে পরামর্শ কেন্দ্রর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও দিল্লিকে ফের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় আসতে পরামর্শ দিল কেন্দ্র। ওই রাজ্যগুলি 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় এলে এই প্রকল্প খাতে খরচের গোটাটাই কেন্দ্র দিয়ে দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। পশ্চিমবঙ্গে 'স্বাস্থ্যসাথী' নামে একটি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প রাজ্য সরকার চালু করেছে। এর ফলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প রাজ্যে চালু করার বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। রাজ্যের যুক্তি ছিল, রাজ্য সরকারকে যখন ৪০ শতাংশ অর্থ জোগাতে হবে, রাজ্য নিজেই আলাদা প্রকল্প করবে। এখন অবশ্য পুরো অর্থ দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে কেন্দ্র।বর্তমানে দেশের ওই তিনটি রাজ্য ছাড়াও বাকি সবাই 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পকে গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, এর ফলে ওই তিন রাজ্য থেকে যাঁরা ভিন রাজ্যে কাজ করতে যান তাঁরা সব থেকে বেশি সমস্যার মুখে পড়ছেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গে ওই প্রকল্পের সুবিধা না থাকায় পরিযায়ী শ্রমিকেরা অন্য রাজ্যে গিয়ে সেখানে আয়ুষ্মান প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও ওই প্রকল্পের লাভ পাচ্ছেন না। আজ এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যপ্রতিমন্ত্রী এস পি

এরপর ৩ পাতায়

সম্মিলিত নেতৃত্বে'র জোরেই ভোট বৈতরণি পার হতে চাইছে বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সামনের বছরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকেই 'পাখির চোখ' করে এগোতে চায় দলগুলি। এর মধ্যে বিজেপিও রয়েছে। বিশেষ করে তিন হিন্দিভাষী রাজ্য ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের দিকে তাকিয়ে গেরুয়া শিবিরের সিদ্ধান্ত, এই নির্বাচনগুলিতে কাউকেই 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখ' করা হবে না।কিন্তু এখানেই উঠছে প্রশ্ন। কাউকে মুখ না করে রাজ্যগুলিতে নির্বাচনে লড়তে রাজি হওয়ার পিছনে কি কেবলই 'সম্মিলিত লড়াই'-এর পরিকল্পনা? নাকি তা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়ানোর কৌশল? মোদি-শাহর সিদ্ধান্তই যেখানে শেষকথা ছিল এতদিন, সেখানে কি কিছুটা হলেও শৈথিল্য দেখা দিয়েছে? আর তাই বাড়তি কোনও দ্বন্দ্বের অবকাশ না দিয়ে নির্বাচনে লড়ার এই ছক? প্রশ্ন ওয়াকিবহাল মহলের। সম্মিলিত নেতৃত্বে'র জোরেই ভোট বৈতরণি পার হতে চাইছে বিজেপি।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে এবছর এখনও প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচিত করেনি বিজেপি। ফলে তাঁর ভবিষ্যত নিয়ে সংশয় রয়েছেই। বিজেপি যদি এখানে ক্ষমতায় আসে তাহলে শেষপর্যন্ত ৬৪ বছরের রাজনীতিবিদকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভাবা হবে কিনা তা আদৌ নিশ্চিত নয়। এদিকে রাজস্থান ও

এরপর ৩ পাতায়

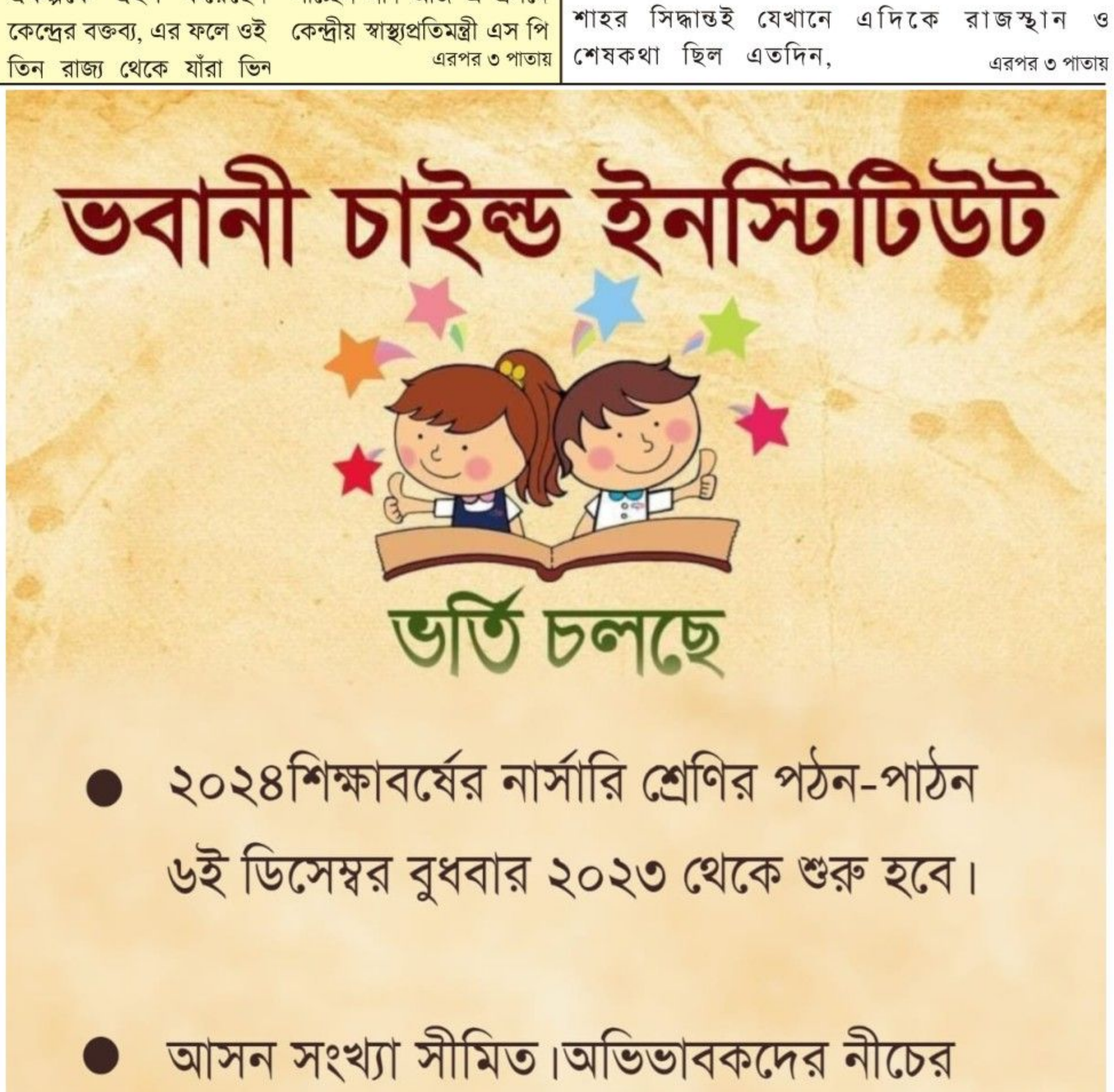

মঙ্গলবার সকালে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে

হঠাৎই স্বাস্থ্য ভবনে শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে এবার পথে নামলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সকালে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে হঠাতই স্বাস্থ্য ভবনের সামনে হাজির হন তিনি। কিন্তু তাঁকে ভিতরে ঢুকতেই দিল না পুলিশ।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ডেঙ্গি সংক্রান্ত কোনও তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করেনি। এই নিয়ে গত বুধবার নবান্নে যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতার। যদিও স্বরাষ্ট্রসচিব তাঁকে সময় দেননি। বলা হয় শনিবার আসতে। কিন্তু ওই দিন যাননি শুভেন্দু।

রাজ্যে ভয়াবহ আকার নিয়েছে ডেঙ্গি। হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সর্বত্রই জ্বর নিয়ে ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু সরকারের তরফে এখনও জানানো হয়নি কতজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন বা কতজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এবার সেই নিয়ে সোচ্চার হলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু গেটের বাইরেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। এবার শুভেন্দু সেখানে ঢুকতে গেলেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় দু'পক্ষের মধ্যে।

শুভেন্দুদের দাবি, ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি এবং প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন তারা। কেন এত ডেঙ্গি বাড়ছে, প্রশাসন ডেঙ্গি মোকাবিলায় কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে, সেটাই জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের আটকে দেওয়ায় স্বাস্থ্যভবনের গেটের বাইরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তারা। গেট ধরে টানাটানিও করেন। সেই সঙ্গে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানও দিতে থাকেন।

এরপরই সমস্ত বিজেপি বিধায়করা একে একে প্রিজন ভ্যানে উঠে পড়েন। শুভেন্দু বলেন, 'শুনলাম আমাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বলা হচ্ছে। তাই আমরাই ভ্যানে উঠে পড়লাম। দেশের বাকি সব রাজ্য ডেঙ্গি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিলেও পশ্চিমবঙ্গ তথ্য লুকোচ্ছে। সেই তথ্য জানতেই স্বাস্থ্য ভবনে এসেছিলাম।'

বিধায়কের ভাতা নাকি কলেজের বেতন,

দোটানায় ধূপগুড়ির তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : ভোটে জিতেই আর্থিক ক্ষতির মুখে বিধায়ক। বিধানসভার বেতন নেবেন, নাকি কলেজের বেতন ! দোটানায় খোদ ধূপগুড়ির জয়ী তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। অবশ্য তিনি জানিয়েছেন, বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণের পর যাবতীয় নিয়ম-কানুন দেখে তারপরই সিদ্ধান্ত নেবেন।শপথ প্রসঙ্গ ছাড়াও অধ্যাপক নির্মল রায়ের কলেজের ক্লাস নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পড়াশুনা ভালো লাগে তাই শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত যখন সময় পাচ্ছি তখনই কলেজে যাচ্ছি, ক্লাস নিচ্ছি। এই মুহূর্তে সরকারি অনুষ্ঠান না-থাকলে কলেজে যাব, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দান করাব।" তবে বিধায়ক ভাতা না অধ্যাপকের বেতন নেবেন তিনি, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু তিনি বলেননি। তিনি এই বিষয়ে বলেন, "শপথ নেবার পর কী আইন রয়েছে সেটা জেনে তারপর বলব।"ধূপগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান নির্মল রায়। ধূপগুড়ি বিধানসভার ভোটে লড়তে কলেজ থেকে ছুটি নিতে হয়েছিল তাঁকে। উপনির্বাচনে জিতেও গিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেতন। বিধায়ক হিসেবে যা বেতন পাবেন নির্মল রায় তা অনেকটাই কম। তাঁর দাবি, এর থেকে কলেজের অধ্যাপনার জন্য যে বেতন পেতেন বিধায়কের বেতন তার তুলনায় অনেকটাই কম। আর সে কারণেই দোটানায় জয়ী তৃণমূল প্রার্থী তথা অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায়। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পরে বিপাকে বিধায়ক। এমন পরিস্থিতিতে নিয়ম কানুনের ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে তাঁকে।

শপথ গ্রহণ দেরিতে হওয়ায় ধূপগুড়ির মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে, সেটা যিনি করুন না কেন সেটা সঠিক নয় বলে দাবি নবনির্বাচিত বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়ের। শপথের বিষয় নিয়ে এখনও তাঁকে কিছু জানানো হয়নি, এমনকী ফোন পর্যন্ত আসেনি । ফলে বিধায়কের জন পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ। সোমবার ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের শেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এমনই জানালেন ধূপগুড়ির নব নির্বাচিত বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়।

ডিআই যে কাজ করেছেন তা আদালত ভালো চোখে দেখছে না

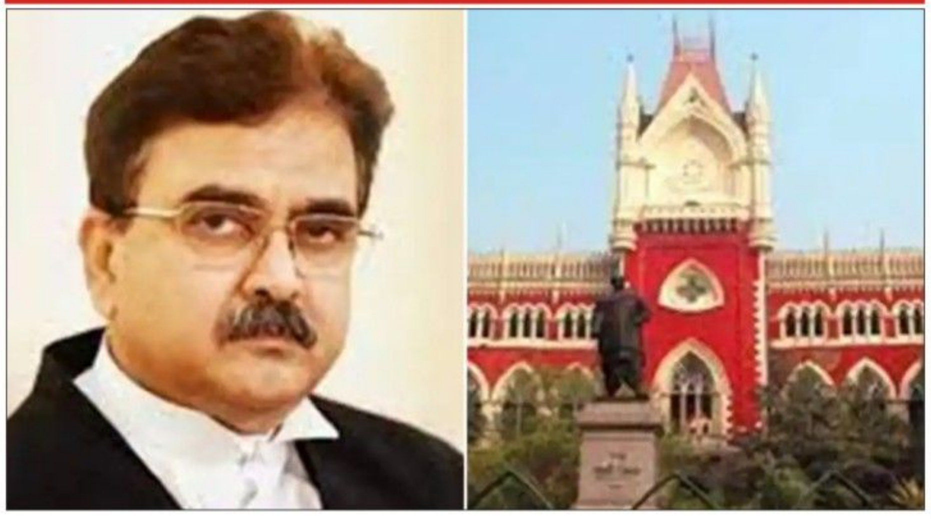

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ডিআই যে কাজ করেছেন তা আদালত ভালো চোখে দেখছে না। তাই শিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে কড়া নির্দেশ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মুর্শিদাবাদের ডিআইকে অপসারণ করতে হবে। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, তিনি অন্য দফতরে চাকরি করতে পারেন।এর নির্দেশের পাশাপাশি রাজ্যকেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বলা হয়েছে, আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীকে বাড়ির কাছের কোনও স্কুলে বদলি করতে হবে। আর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ ডিসেম্বর। সেদিন রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দিয়ে নির্দেশ কার্যকরের বিষয়ে জানাতে হবে।তবে ডিআই পদে চাকরি করার যোগ্য তিনি নন।

আসলে নদিয়াতে বাড়ির কাছে বদলির আবেদন জানিয়ে আদালতের দারস্ত হয়েছিলেন এক শিক্ষিকা। তাঁর সন্তান জটিল রোগে আক্রান্ত এবং স্বামী প্রতিবন্ধী হওয়ায় বাড়ির কাছে বদলির আবেদন করেন তিনি। এই ইস্যুতে ওই স্কুলে কতজন শিক্ষিকা আছেন তা জানতে চেয়ে ডিআই-এর রিপোর্ট তলব করে আদালত। এই রিপোর্টেই শিক্ষকদের সঙ্গে প্যারা টিচারের সংখ্যা যোগ করে তথ্য দেন ডিআই। এখানেই বিরক্ত হয় আদালত কারণ আগেই বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, এই দুই সংখ্যা এক করা যাবে না। কাজেই এই রিপোর্ট পেয়ে ক্ষুব্ধ বিচারপতি ডিআইকে পদ থেকে অপসারণ করার নির্দেশ দিলেন।

এরা অভিষেককে বাঁচাতে মরিয়া!

ইডি-র কোন অফিসারদের দিকে আঙুল?

শাহকে জানালেন সুকান্ত

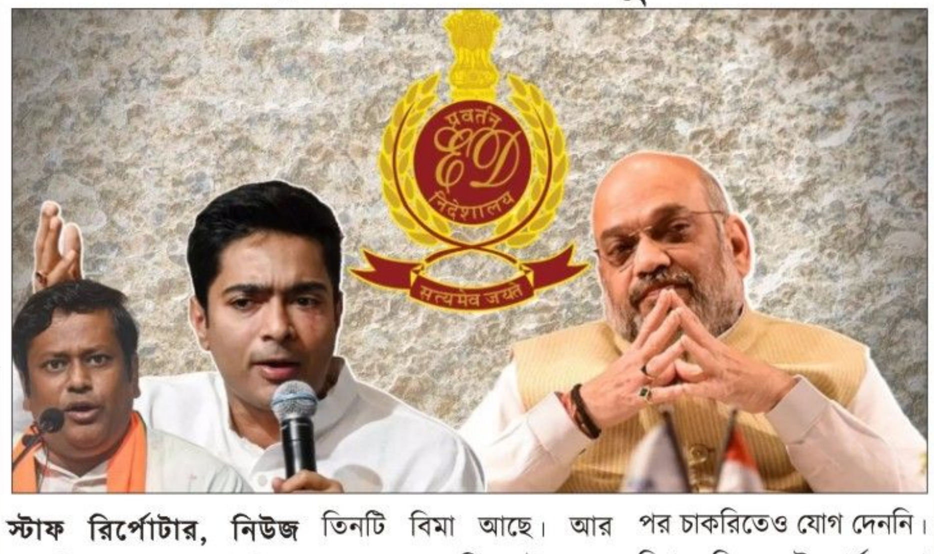

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবার ইডি-র বিরুদ্ধে মাঠে খোদ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এবার অমিত শাহকে নালিশ করতে চলেছেন তিনি।উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্তে ইডির প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য আদালতকে জানিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সোমবার আদালত ইডিকে প্রশ্ন করে, আপনারা জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি বিমা আছে। আর কোনও সম্পত্তি নেই, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই! তিনি সাংসদ অথচ তাঁর কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই? তাঁর বেতন কোন অ্যাকাউন্টে যায়?' এরপরেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলে, 'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে।' পাল্টা বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, 'থাকলে তার উল্লেখ করেননি কেন? আপনারা কি পোস্ট অফিস? আপনারাই তথ্য গোপন করছেন বলে মনে হচ্ছে! 'সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ইডির যে সমস্ত তদন্তকারী অফিসাররা রয়েছেন, তাঁরা কেউই ২০১৪ সালের পর জন্মাননি।কিংবা ২০১৪ সালের পর চাকরিতেও যোগ দেননি। বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণ আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও জানাব।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা আদালতের কাছে আবেদন করব যদি কোনও তদন্তকারী ইডি অফিসারের বিরুদ্ধে তাদের কোনও সন্দেহ হয় তাহলে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক। কংগ্রেস আমলের কোনও তদন্তকারী অফিসার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আড়াল করার চেষ্টা করতেই পারে। কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের সরকার কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে না। বিএসএফের একজন অফিসারকেও গ্রেফতার হতে হয়েছে।'

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সুলতান অফ দিল্লিতে তার চরিত্রে সম্পর্কে

মৌনি রায়: "সে একজন বাঙালি বাঘিনীর মতো"

Kolkata, 26th September 2023: নিউজ সারাদিন : ক্ষমতার পথ, হৃদয়স্পর্শী বন্ধুত্ব এবং ৬০-এর দশকের আকর্ষণ, ডিজনি+ হটস্টারের আসন্ন পাওয়ার-প্যাকড সিরিজ, সুলতান অফ দিল্লি-তে এ সবই রয়েছে। অর্ণব রায়ের বই সুলতান অফ দিল্লি: অ্যাসেনশন-এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত, সিরিজটি প্রযোজনা করেছে রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট এবং পরিচালনা করেছেন মিলন লুথরিয়া এবং সহ-পরিচালক এবং সহ-লেখক সুপর্ণ ভার্মা। পুরানো ভারতের সৌন্দর্যকে নতুন করে কল্পনা করে এবং পর্দায় একটি দর্শনীয় চমক তৈরি করে, মিলান লুথরিয়া জীবনের চেয়ে বড় গণ বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র, সুলতান অফ দিল্লি'র মাধ্যমে ওটিটি পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করছেন, যা ১৩ই অক্টোবর ২০২৩-এ মুক্তি পেতে চলেছে। এই সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন তাহির রাজ ভাসিন, আঞ্জুম শর্মা, প্রবীণ অভিনেতা বিনয় পাঠকের পাশাপাশি নিশান্ত দাহিয়া, মহিলা চরিত্রে রয়েছেন অনুপ্রিয়া গোয়েঙ্কা, মৌনি রায়, হারলিন শেঠি এবং মেহরিন পিরজাদা, একটি যথাযথ সমষ্টিগত চরিত্রায়ন গড়ে তোলে।

আমাদের ডিভা, মৌনি রায় সুলতান অফ দিল্লিতে নয়নতারার চরিত্রে আকর্ষক এবং চ্যালেঞ্জিং জগতে পা রাখেন।

তার চরিত্র সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মৌনি রায় বলেন, "নয়নতারা স্বাধীন এবং হিংস্র। তার চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা আছে এবং সে কী চায় তা জানে। সে একজন বাঙালি বাঘিনীর মতো। আমি যখন প্রথম মিলন স্যারের সাথে দেখা করি এবং তিনি আমাকে চরিত্রটি সম্পর্কে বলেন তখন অজান্তেই আমি আশা করেছিলাম এই চরিত্রটি তিনি আমাকে দেবেন। সে যেভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং তার পথ পরিচালনা করে তা এমন কিছু যা সত্যিই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আপনি যদি বইটি পড়েন, নিজেকে এই পৃথিবীর একটি অংশ বলেই আপনার মনে হবে এবং এটি এমন কিছু যা আমি চেয়েছিলাম তাই এই চরিত্রটি পেয়ে আমি খুব খুশি।"

সুলতান অফ দিল্লি ১৩ই অক্টোবর, ২০২৩ এর পর থেকে কেবলমাত্র ডিজনি+ হটস্টারে সম্প্রচারিত হতে চলেছে

প্রয়াত অভিনেতা দেব আনন্দের

১০০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ২৬ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রয়াত অভিনেতা দেব আনন্দের ১০০তম জন্মবার্ষিকীতে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের কথা স্মৃতিচারণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন:

"চিরতরুণ আইকন হিসেবে দেব আনন্দজিকে স্মরণ করা হয়। তাঁর গল্প বলার অনায়াস ভঙ্গী এবং সিনেমার প্রতি ভালোবাসা অতুলনীয়। শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, সমাজের পরিবর্তন এবং ভারতের আশা-আকাঙ্খাও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ছবিগুলিতে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁর অবদান মানুষকে প্রভাবিত করবে। ১০০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করি।"

১-ম পাতার পর

'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় আসুন, অনেক সুবিধা পাবেন, রাজ্যকে পরামর্শ কেন্দ্রর

বঘেল বলেন, "কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চিঠি লিখে ওই তিন রাজ্যকেও 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় আসার অনুরোধ করা হয়েছে। কেন্দ্র চায় এই প্রকল্পের সুফল যাতে গোটা দেশের মানুষ পায়।" বর্তমানে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের মোট খরচের কেন্দ্র ৬০ শতাংশ ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য ৪০ শতাংশ বহন করে। ওই তিন রাজ্য ওই প্রকল্পে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা জানালে তাদের ভাগের অর্থ কেন্দ্র দিয়ে দিতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

১-ম পাতার পর

সম্মিলিত নেতৃত্বে'র জোরেই ভোট বৈতরণি পার হতে চাইছে বিজেপি

ছত্তিশগড়েও একই অবস্থা। এর আগে জানুয়ারিতে বসুন্ধরা রাজে, যিনি রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁকেই আগেভাগে বিজেপির 'মুখমন্ত্রীর মুখ' হিসেবে ঘোষণা করা হবে এই গুঞ্জন ছিল। কিন্তু এখন দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত, কাউকেও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে নির্বাচনে লড়বে না বিজেপি। একই ছবি ছত্তিশগড়ে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং ও রাজ্যের বিজেপি (BJP) সভাপতি অরুণ সাওকে সামনে রেখে এগোলেও শেষপর্যন্ত 'সম্মিলিত লড়াই'-ই করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। পাশাপাশি তেলেঙ্গানা ও মিজোরামেও একই গেমপ্ল্যান।

১-ম পাতার পর

পঞ্চায়েত দপ্তরে ৭ হাজার কর্মী নিয়োগ, আবেদন করুন শিগগিরই

সেন্টারে আজ একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এছাড়াও রাজ্য সরকার খেয়াল রাখছে যাতে এই নিয়োগে দুর্নীতির আঁচ না পড়ে। দুর্নীতি রুখতে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জয়েন্ট বিডিওরা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করবেন ডিপিআরডিওদের। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যেভাবে রাজ্য সরকার প্রস্তুতি শুরু করেছে তাতে নির্বাচনের আগেই সম্পূর্ণ হতে পারে নিয়োগ প্রক্রিয়া।

ক্যামাক স্ট্রিট দিয়েই যাবে

গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যামাক স্ট্রিট দিয়েই যাবে গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল। জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট । আদালতের আগের রায় পুনর্বিবেচনার আরজি জানিয়েছিল রাজ্য। সেই আবেদন খারিজ করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ক্যামাক স্ট্রিটে কোনও স্কুল নেই, পর্যবেক্ষণ হাই কোর্টের। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর কথায়, এটা কোনও ধরনা কর্মসূচি নয়। একটা মিছিল রাস্তা দিয়ে চলে যাবে। একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, কয়ামাক স্ট্রিটে মিছিল হলে অসুবিধা কোথায়? ওই এলাকায় মিছিল থামবে না এটা বলতে পারি। কিন্তু মিছিল হবেই। রাজ্যের আগের আবেদন মেনে কালীঘাট মিছিলের রুট থেকে বাদ পড়েছিল। কিন্তু আর রাজ্যের আর্জি মেনে রায় পুনর্বিবেচনা করা হবে না। তবে স্কুল পড়ুয়াদের কথা ভেবে বিশেষ চ্যানেলের ব্যবস্থা করতে হবে। হাজরা মোড় থেকে কালীঘাট হয়ে হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে আবার হাজরা পর্যন্ত মিছিল করতে আবেদন করেছিল চাকরিপ্রার্থীরা। পুলিশি অনুমতি না পাওয়ায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। রাজ্যের আদালতে জানায়, ওই এলাকায় মিছিল হলে যানজট হবে। মিছিলের রুটের কিছু অংশে আবার ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। এরপর মিছিলের রুট পরিবর্তন করে হাই কোর্ট।

বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানিয়েছিলেন, মিছিল থিয়েটার রোড থেকে শুরু করে ক্যামাক স্ট্রিট, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, এক্সাইড মোড় হয়ে হাজরায় মিছিল শেষ হবে। হাই কোর্টের এই রায় পুনর্বিবেচনার আরজি জানায় রাজ্য। বলে, ক্যামাক স্ট্রিট এলাকায় স্কুল রয়েছে। মিছিল হলে পড়ুয়ারা অসুবিধায় পড়বে। তাই রুট বদল করা হোক। কিন্তু রাজেয়র সেই আরজি খারিজ করল আদালত। উল্লেখ্য, ক্যামাক স্ট্রিটেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস রয়েছে।

শ্রীমতী ওয়াহীদা রহমান ৫৩তম দাদাসাহেব ফালকে

জীবনকৃতী সম্মানে ভূষিত হবেন

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর আজ ঘোষণা করেছেন যে, বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীমতী ওয়াহীদা রহমান'কে ২০২১ সালের জন্য দাদাসাহেব ফালকে জীবনকৃতী সম্মানে ভূষিত করা হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সিনেমায় শ্রীমতী রহমানের বিশেষ ভূমিকার জন্য এই সম্মান প্রদানের কথা ঘোষণা করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

মন্ত্রী বলেন, শ্রীমতী রহমান হিন্দি সিনেমায় বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত সিনেমাগুলির মধ্যে - পেয়াসা, কাগজ কে ফুল, চৌধবী কা চাঁদ, সাহেব বিবি অউর গুলাম, খামোশি, গাইড ইত্যাদি রয়েছে। পাঁচ দশকেরও বেশি অভিনয় জীবনে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন শ্রীমতী রহমান। পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত ওয়াহীদাজী তাঁর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পেশাদার খ্যাতি অর্জন করেছেন। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট অভিনেত্রী এই পুরস্কার ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে মহিলাদের ভূমিকাকে আরও একবার বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করে। ওয়াহীদা রহমান সমাজের উন্নতির জন্যই কাজ করে গেছেন।

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন কমিটির সদস্যরা ছিলেন -

১) শ্রীমতী আশা পারেখ ২) শ্রী চিরঞ্জিবী

৩) শ্রী পরেশ রাওয়াল

৪) শ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

৫) শেখর কাপুর

ওয়াহীদা রহমান তাঁর বিশেষ অভিনয় দক্ষতার জন্য ১৯৬৫ সালে গাইড সিনেমায় অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। ১৯৬৮ সালে নীলকমল চলচ্চিত্রের জন্য পান বিশিষ্ট অভিনেত্রীর এই পুরস্কার। ১৯৭১ সালে সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার পান। ১৯৭২ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১১ সালে পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন। ৯০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন ওয়াহীদা রহমান।

দেশজুড়ে আকালের মধ্যে করুণ সিদ্ধান্ত!

ট্যাঙ্ক ছেড়ে এবার ট্রাক্টর চালাবে পাকিস্তানি সেনা

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশের দরিদ্র মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে এবং এর জন্য সরকারি মালিকানাধীন জমির বড় অংশও দখল করতে শুরু করেছে। তবে, সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপে পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য নিয়ে উদ্বেগও আরও একবার বেড়েছে।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিগত কয়েক মাস ধরে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে থাকা পাকিস্তানের করুণ পরিস্থিতি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় অর্থের জন্য হাত পাতলেও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। ঠিক সেই আবহেই এবার এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করল পাকিস্তান।উল্লেখ্য যে, নিক্কেই এশিয়া তাদের রিপোর্টে বলেছে, ফসল বিক্রি থেকে লাভের প্রায় ২০ শতাংশ রাখা হবে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে। পাশাপাশি, অবশিষ্ট অংশ সেনাবাহিনী ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে। তবে সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপ নিয়ে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, পাকিস্তানে সেনাবাহিনী এমনিতেই অনেক শক্তিশালী। এমতাবস্থায় খাদ্য সুরক্ষা অভিযানের মাধ্যমে বিপুল মুনাফা অর্জন হতে পারে এবং এর ফলে পাকিস্তানের কোটি কোটি ভূমিহীন গ্রামীণ দরিদ্রদের ব্যাপক ক্ষতিও হতে পারে।

জানিয়ে রাখি যে, সম্প্রতি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, বর্তমানে ওই দেশের প্রায় ৯ কোটি মানুষ দারিদ্রের শিকার হয়েছেন। এদিকে, প্রায় এক বছর আগে, যৌথ বেসামরিক-সামরিক বিনিয়োগ সংস্থা পাকিস্তানের খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা চালু করেছিল। যার লক্ষ্য ছিল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি।এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, সঙ্কটের মধ্যে থাকা পাকিস্তানিদের কিছুটা রেহাই দিতে এবার পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এখন একটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মূলত, সেদেশের সেনাবাহিনী দেশের ১০ লক্ষ একরের বেশি কৃষি জমি দখলে নিয়ে কৃষিকাজ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে টাইমস অফ ইন্ডিয়া নিক্কেই এশিয়ার একটি রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে, রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৪ সাল থেকে একটি নতুন খাদ্য সুরক্ষা অভিযান শুরু হবে এবং এই কাজটি একটি বেসামরিক-সামরিক বিনিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে করা হবে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দিল্লির থেকে প্রায় তিনগুণ বড় একটি এলাকা অর্থাত পাঞ্জাব প্রদেশের প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি অধিগ্রহণ করবে। এমতাবস্থায়, যাঁরা এই প্রকল্পকে সমর্থন করছেন তাঁরা বিশ্বাস করছেন যে, এই পদক্ষেপের ফলে পাকিস্তানে ভালো ফসল উতপাদন হবে এবং জলও সাশ্রয় হবে।

রটনা বনাম প্রকৃত তথ্য

নতুন দিল্লি, ২৬ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমে ভারতে যক্ষ্মা-প্রতিরোধী ওষুধের ঘাটতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে জাতীয় যক্ষ্মা দূরীকরণ কর্মসূচির অধীনে এধরনের ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই ধরনের খবর পুরোপুরি অসত্য। যক্ষ্মা-প্রতিরোধী ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। যক্ষ্মা-প্রতিরোধী ওষুধের সংগ্রহ, মজুত এবং সেগুলি যথা সময়ে বন্টন করা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে স্থানীয় ভাবে ওষুধ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে, এমন ঘটনা প্রায় বিরল। কোনো ক্ষেত্রে রোগীদের ব্যক্তিগত ভাবে সমস্যা হয়নি। মোক্সিফ্লোক্সাসিন ৪০০ এমজি এবং পাইরিডোক্সিন ১৫ মাসের বেশি সময়ের জন্য মজুত রয়েছে। অতিরিক্ত ৮ লক্ষ ডেলামানিড ৫০ এমজি ট্যাবলেটের জন্য ২৩.০৯.২০২৩ তারিখে অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে। যক্ষ্মা-প্রতিরোধী ওষুধের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কত পরিমাণ ওষুধ মজুত রয়েছে, তা নিয়মিত যাচাই করা হচ্ছে। এব্যাপারে সংবাদমাধ্যমে যেসব খবর প্রচারিত হয়েছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৬৬ সংখ্যা ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার ০৯ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ফের ভয়ঙ্কর কাণ্ড মণিপুরে, নির্মম ভাবে হত্যা করা হল দুই পড়ুয়াকে

ফের মণিপুরের নির্মম ছবি ধরা পড়ল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে দুই পড়ুয়াকে। দুই পড়ুয়াই মেইতেই সম্প্রদায়ের বলে জানা গিয়েছে। গত চার মাস ধরে হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুর। কিছুতেই থামছে না অশান্তি। পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে সেখানে।জুলাই মাসে একটি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় শেষবার দেখা গিয়েছিল তাদের তার পর থেকে তাঁদেরক কোনো খোঁজ ছিল না। জুলাই মাসেই তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডায়রি করা হয়েছিল। তারপর আর তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কারা তাঁদের অপহরণ করেছিলেন এবং এতোদিন ধরে কোথায় তাঁদের রাখা হয়েছিল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুই বন্দুকধারীর খোঁজও চালাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে আটক করে জেরা করা হয়েছে।

মণিপুর জুড়ে অশান্তি চলছে সেই মে মাস থেকে। এখনও অশান্তি থামেনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে রাজ্য সরকার। কয়েকদিন আগেই মেইতেই সম্প্রদায়ের দুই মহিলাকে গণধর্ষণ করে হত্যার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। গোটা দেশে এই নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছিল। এই নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল মোদী সরকারকেও।চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মণিপুরে। দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের জেরে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। কিছুতেই সই অশান্তি থামানো যাচ্ছে না মণিপুরে।

জুলাই মাস থেকে নিখোঁজ ছিল দুই পড়ুয়া। যে দুই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁদের মধ্যে এক জনের বয়স ১৭ বছর এবং দ্বিতীয় জনের বয়স ২০ বছর। দুই পড়ুয়াই মেইতেই সম্প্রদায়ের। ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের বন্দুক দেখিয়ে ঘাসের উপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। একজনের পরণে ছিল টি শার্ট এবং দ্বিতীয় জনের পরণে ছিল চেক চেক শার্ট। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের দেহ পড়ে রয়েছে মাটিতে।

শিবরাজে আস্থা নেই বিজেপির', মধ্যপ্রদেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্রার্থী করায় খোঁচা কংগ্রেসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জল্পনা শুরু হয়েছিল সোমবার সকালেই। বিধানসভা ভোটের আগে মধ্যপ্রদেশ বিজেপির কয়েক লক্ষ নেতা-কর্মীকে নিয়ে 'কার্যকর্তা মহাকুম্ভ' কর্মসূচির উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক বারও সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের নাম না নেওয়ায়। রাত গড়াতেই গভীর হল সেই জল্পনা।বস্তুত, মধ্যপ্রদেশে চাপের মুখে পড়েই বিজেপি এ বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সাংসদদের বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করেছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন। এআইসিসির মুখপাত্র পবন খেড়ার প্রশ্ন, দু'দফায় প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করলেও বিজেপি ফের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে শিবরাজকে তুলে ধরবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট করেনি? যদিও স্বয়ং শিবরাজ তাঁর প্রতি বিজেপি শীর্ষনেতৃত্বের আস্থাহীনতার প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "হার নিশ্চিত বুঝেই কংগ্রেস মিথ্যা প্রচারে নেমেছে। মধ্যপ্রদেশে এ বার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিজেপি।" "বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ সাত সাংসদ এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীর নাম ঘোষণার পরে।মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা কমল নাথ মঙ্গলবার সকালে সরাসরি সেই প্রশ্ন তুলে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপিকে। তাঁর মন্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের উপর বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আস্থা হারিয়েছেন। তাই ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে এত জন সাংসদ এবং সর্বভারতীয় নেতাকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করেছেন।" চলতি বছরের শেষে ছত্তীসগঢ়, রাজস্থান, তেলঙ্গানা, মিজোরামের সঙ্গেই মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা বলছে, সে রাজ্যে এ বার বিজেপিকে চাপে ফেলতে পারে কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে গত কয়েক মাসে একের পর এক বিজেপি নেতা, বিধায়ক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা তথা আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংহ মঙ্গলবার বলেন, "আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করুন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য বিজেপির অনেক নেতাই যোগাযোগ করছেন।" সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপির ৩৯ জনের দ্বিতীয় প্রার্থিতালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর, প্রহ্লাদ পটেল এবং ফগ্গন সিংহ কুলস্তে ঠাঁই পেয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তোমরের নাম অতীতে বেশ কয়েক বার 'মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী' হিসাবে উঠে এসেছে। প্রহ্লাদ একদা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতীর অনুগামী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ২০০৪ সালে উমা বিজেপি ছেড়ে ভারতীয় জনশক্তি পার্টি গড়ার সময় প্রহ্লাদও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। অন্য দিকে, ২০০৯ সালে লোকসভায় আস্থা-ঘুষ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কুলস্তেকে ওই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ বার ভোটে জিতলে ওবিসি শিবরাজের স্থানে প্রভাবশালী রাজপুত নেতা তোমরকে বিজেপি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে বলেও জল্পনা রয়েছে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

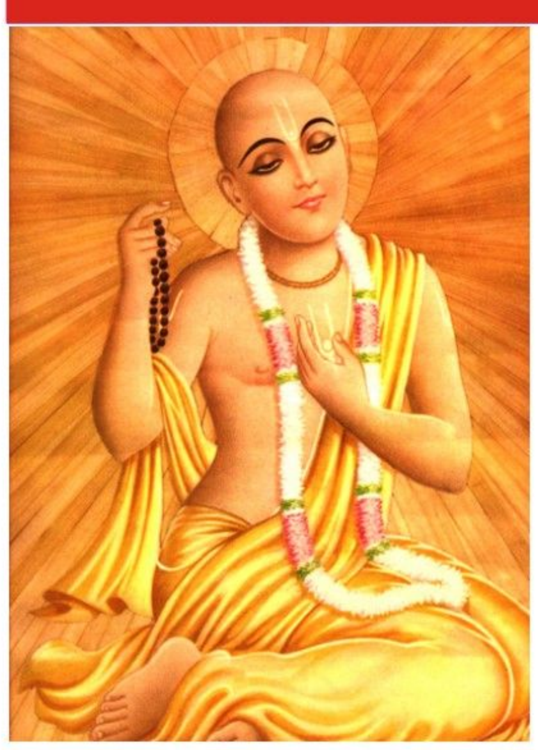

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

উদাহরণ আমি নিজে , এবং এই ইতিহাস যদি তুলে বলতে হয় । তাহলে আমার জীবনের ইতিহাস অন্যান্য ইতিহাসের থেকেও নগণ্য ? আমার থেকেও বহু বছর আগে একই ইতিহাস আছে সে কথা অস্বীকার করাটা অসম্ভব। ইতিহাস' শব্দটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভিন্ন রাজা-বাদশা, এবং যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভরসা ও বিশ্বাসের মধ্যে ঈশ্বর লুকিয়ে আছে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

উপস্থিতিকে মূল্যবান জ্ঞান করা, ঈশ্বরের যত্ন এবং সুরক্ষাকে মূল্যবান জ্ঞান করা, ঈশ্বরের বাক্যগুলি কীভাবে তোমার বাস্তবতায় পরিণত হয় এবং তোমার জীবনকে রসদ যোগায় তাকে মূল্যবান জ্ঞান কর৷এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরের হৃদয়ের সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি তুমি ঈশ্বরের কাজ মূল্যবান জ্ঞান করো, অর্থাৎ যদি তুমি তোমার উপর তিনি যা কিছু করেছেন সে সকল কাজকে মূল্যবান জ্ঞান করো, তবে তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন এবং তোমাদের যা কিছু আছে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। যদি তোমরা ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে মূল্যবান বলে গণ্য না করো, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে কাজ করবেন না, কিন্তু তিনি কেবল তোমাকে তোমার বিশ্বাসের জন্য নামমাত্র কৃপা করবেন, অথবা তোমাকে নামমাত্র সম্পদ এবং তোমার পরিবারকে নামমাত্র নিরাপত্তা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বরের বাক্যকে তোমার বাস্তবতায় পরিণত করার, এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার এবং তাঁর নিজের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সমমনস্ক হওয়ার প্রচেষ্টা করা উচিত; তোমার শুধু তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের কাজ গ্রহণ করা, নিখুঁত হয়ে ওঠা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনকারী হয়ে ওঠার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। এই লক্ষ্যটি তোমার অনুসরণ করা উচিত।

অনুগ্রহের যুগে মানুষ যা কিছু অনুসরণ করেছিল তা এখন অচল, কারণ বর্তমানে সাধনার একটি উচ্চতর মান রয়েছে; যা অনুসরণ করা হয় তা হ'ল একই সাথে উচ্চতর এবং আরও ব্যবহারিক, যা অনুসরণ করা হয় তা মানুষের ভিতরের যা চাহিদা তা আরও ভালোভাবে পূরণ করতে পারে। অতীতের যুগে, ঈশ্বর আজকের মতো মানুষের উপর কাজ করেননি; তিনি তাদের সাথে আজকে যতটা বলেন ততো কথা বলেননি, এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর চাহিদাও আজকের মত উচ্চ ছিল না। ঈশ্বর যে এখন তোমাদের কাছে এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছেন, তাতে প্রমাণ হয় যে ঈশ্বরের চূড়ান্ত অভিপ্রায় তোমাদের উপর, এই গোষ্ঠীর লোকেদের উপর নিবদ্ধ রয়েছে। যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও, তবে এটাকে তোমার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হিসেবে অনুসরণ করো। তুমি দৌড়ে বেড়াচ্ছো কিনা, নিজেকে ব্যয় করছো কিনা, কোনো কর্তব্য সম্পাদন করছো কিনা, বা তুমি ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পেয়েছ কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তোমার সর্বক্ষণের লক্ষ্যহবে নিখুঁত হওয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা, এই লক্ষ্যগুলিকে অর্জন করা। যদি কেউ বলে যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়াকে বা জীবনে প্রবেশ করাকে অন্বেষণ করে না, বরং কেবল দৈহিক শান্তি এবং আনন্দের অন্বেষণ করে, তবে তারা সবচেয়ে বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ। যারা জীবনের বাস্তবতার অন্বেষণ করে না, বরং শুধুমাত্র পরকালের অনন্ত জীবন এবং ইহকালের নিরাপত্তার অন্বেষণ করে, তারা মানুষের মধ্যে সবথেকে বেশি অন্ধ। তাই, তুমি যা কিছু করো তা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত এবং অর্জিত হওয়ার উদ্দেশেই করা উচিৎ।

মানুষের জন্য ঈশ্বর যে কাজটি করেন তা হল তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের সরবরাহ করা। একজন মানুষের জীবন যত বড় হবে, তত বেশি তাদের প্রয়োজন এবং তত বেশি তারা অনুসরণ করবে। যদি এই পর্যায়ে তোমার কোনও অন্বেষণ না থাকে তবে এটি প্রমাণ করে যে পবিত্র আত্মা তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। যারা জীবনকে অনুসরণ করে পবিত্র আত্মা তাদের কখনও পরিত্যাগ করবে না; এই ধরনের মানুষেরা সর্বদা অন্বেষণ করে এবং সর্বদা তাদের হৃদয়ে আকুলতা থাকে। এই ধরনের মানুষ কখনো বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। পবিত্র আত্মার কাজের প্রতিটি পর্যায় তোমার মধ্যে একটি প্রভাব অর্জনের লক্ষ্য রাখে, কিন্তু যদি তুমি আত্মতুষ্টিতে ভোগো, যদি তোমার আর চাহিদা না থাকে, যদি তুমি আর পবিত্র আত্মার কাজ স্বীকার না করো, তাহলে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। ঈশ্বরের প্রতিদিন মানুষকে খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন; প্রতিদিন তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রচুর রসদ প্রয়োজন। প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করে মানুষ কি পেরে উঠবে? যদি কেউ সর্বদা মনে করে যে তারা যথেষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন বা পান করতে পারে না, যদি তারা সর্বদা এর সন্ধান করে এবং এটির জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষ্ণার্ত হয়, তাহলে পবিত্র আত্মা সর্বদা তাদের মধ্যে কাজ করবে। যারা যত বেশি আকুল হয়, তাদের সহকারিতায় তত বেশি ব্যবহারিক বিষয় উঠে আসে। যত বেশি আকুলভাবে কেউ সত্য অন্বেষণ করে, তত দ্রুত তারা তাদের জীবনে বিকাশ লাভ করে, যা তাদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তোলে এবং তারা ঈশ্বরের গৃহের বিত্তবান অধিবাসী হয়ে ওঠে।তাই বলি তুমি কেন এই অবতার দেহকে বিশ্বাস করো? তুমি বিশ্বাস করো কারণ তার কাছে ঈশ্বরের আত্মা রয়েছে। তার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা না থাকলে কি তুমি এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে পারতে? যখন তুমি এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস রাখো, তখন তুমি ঈশ্বরের আত্মায় বিশ্বাস করছো। যখন তুমি এই ব্যক্তিকে ভয় করো, তখন তুমি ঈশ্বরের আত্মাকে ভয় করছো। ঈশ্বরের আত্মার উপর বিশ্বাসের অর্থ এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস এবং সেইসাথে এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাসের অর্থ ঈশ্বরের আত্মায় বিশ্বাস। যখন তুমি প্রার্থনা করো, তখন তুমি অনুভব করো যে ঈশ্বরের আত্মা তোমার সাথে আছেন এবং ঈশ্বর তোমার সামনে আছেন, এবং তাই তুমি তাঁর আত্মার কাছে প্রার্থনা করো।

আজ, বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের সামনে তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করতে ভয় পায়; যদিও তুমি হয়ত তাঁর রক্ত মাংসের শরীরকে ধোঁকা দিতে পারো, কিন্তু তুমি তাঁর আত্মাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। যেকোনো বিষয় যা ঈশ্বরের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারে না তা সত্যের পরিপন্থী এবং তাকে ত্যাগ করতে হবে; তা না করার অর্থ হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপে লিপ্ত হওয়া। সুতরাং, যখন তুমি প্রার্থনা করো, যখন তুমি তোমার ভাই ও বোনদের সাথে কথা বলো ও সহযোগিতা করো এবং যখন তুমি তোমার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করো এবং নিজের কাজে লিপ্ত হও, এরকম সকল সময়ে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে তোমার হৃদয় নিবেদন করতে হবে। যখন তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছ, তখন ঈশ্বর তোমার সাথেই আছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার উদ্দেশ্য মহৎ থাকবে এবং ঈশ্বরের গৃহের কাজের খাতিরে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যা কিছু করো, তা তিনি স্বীকার করে নেবেন; তোমার কর্তব্য পালনের জন্য তোমাকে অন্তর থেকে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। যখন তুমি প্রার্থনা করো, যদি তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা থাকে এবং ঈশ্বরের কৃপা, সুরক্ষা এবং নিরীক্ষণ সন্ধান করো, যদি এই বিষয়গুলি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার প্রার্থনা কার্যকর হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন তুমি সভাতে প্রার্থনা করো, যদি তুমি খোলা মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো এবং মিথ্যা কথা না বলে তোমার অন্তরে যা আছে তা তাঁকে নিবেদন করো, তবে তোমার প্রার্থনা অবশ্যই কার্যকর হবে। যদি তুমি অন্তর থেকে ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তবে ঈশ্বরের কাছে শপথ করো: "ঈশ্বর, যিনি স্বর্গে এবং মর্ত্যে এবং সবকিছুর মধ্যেই আছেন, আমি আপনার কাছে শপথ করছি: আমি যা কিছু করি আপনার আত্মা তা পরীক্ষা করে দেখুক এবং সর্বদা আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে কৃপা করুক এবং আপনার উপস্থিতিতে আমার সকল কাজের অনুমোদন সম্ভবপর করে তুলুক। কখনো যদি আমার অন্তর আপনাকে ভালোবাসতে না পারে অথবা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে আমাকে শাস্তি দিন এবং আমাকে কঠিন অভিশাপ দিন। আমাকে এই জীবনে বা পরকালেও ক্ষমা করবেন না!" তোমার কি এরকম শপথ নেওয়ার সাহস আছে? যদি তোমার সে সাহস না থাকে তাহলে এটাই প্রমাণ করে যে তুমি ভীরু এবং তুমি এখনও নিজেকেই ভালোবাসো। তোমাদের কি এই সংকল্প আছে? এটা যদি সত্যিই তোমার সংকল্প হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে এই শপথ গ্রহণ করতে হবে। তোমার যদি এরকম একটি শপথ নেওয়ার সংকল্প থাকে তাহলে ঈশ্বর তোমার সংকল্প পূরণ করবেন। তুমি যখন ঈশ্বরের কাছে কোনো শপথ নাও তখন তিনি তা শোনেন। তোমার প্রার্থনা এবং আচার-আচরণ থেকে ঈশ্বর নির্ধারণ করেন তুমি পাপাচারী, না ধার্মিক। এখন এটাই তোমাদেরকে নিখুঁত করার প্রক্রিয়া এবং যদি সত্যিই নিখুঁত হওয়ায় তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহলে তুমি যা কিছু করো তা ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করবে এবং তাঁর নিরীক্ষণ স্বীকার করবে; যদি তুমি এমন কিছু করো, যা চরমভাবে ঈশ্বরবিরোধী অথবা যদি তুমি ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো, তাহলে তিনি তোমাদের শপথকে বাস্তবায়িত করবেন এবং এইভাবে তোমার যা-ই হোক না কেন, তা অনন্ত নরকভোগ হোক বা শাস্তি, এটা তোমার নিজের কর্মফল। তুমি শপথ করেছ, সুতরাং তোমাকে তা মেনে চলতে হবে। যদি তোমরা একটি শপথ করো, কিন্তু তা পালন না করো, তবে তুমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। যেহেতু তুমিই শপথ করেছিলে, তাই ঈশ্বর তোমার শপথকে বাস্তবায়িত করবেন। কেউ কেউ প্রার্থনা করার পর ভয় পায় এবং বিলাপ করে বলে, "সব শেষ হয়ে গেছে! আমার অসদাচরণের সুযোগ চলে গেছে; আমার দুষ্ট কাজ করার সুযোগ চলে গেছে; আমার পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ চলে গেছে!" এই লোকেরা এখনও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পাপকে ভালোবাসে এবং তাদের নরক যন্ত্রণা ভোগ নিশ্চিত।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

সানিয়ার প্রথম প্রেমিকের নাম কী, যে কারণে বিয়ে হয়নি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সানিয়া মির্জার প্রথম প্রেমিকের নাম কী? বলিউডে প্রেমের ক্ষেত্রে নাম রয়েছে অভিনেতা শাহিদ কাপুরের। কারিনা কাপুর থেকে বিদ্যা বালান অনেকের নাম জড়িয়েছে তার সঙ্গে। তবে বলিউডের বাইরেও সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। টেনিসসুন্দরী সানিয়া মির্জাও ছিলেন সেই তালিকায়। তবে ছয় মাসের মধ্যে তাদের সম্পর্কের অবনতি হয়।

বেশি দিন স্থায়ী না হলেও সম্পর্কের অভিঘাত ছিল গভীর। দু'জনের প্রথম দেখা হয়েছিল কমন বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে। প্রথম আলাপেই বুঝে যান, একে অন্যের সঙ্গ তারা উপভোগ করছেন। আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগেনি। শাহিদ-সানিয়া নিজেদের সম্পর্ক লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। মাঝে মাঝেই একে অন্যের হাত ধরে থাকা অবস্থায় তাদের দেখা যেত প্রকাশ্যে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

২০০৯ সাল থেকে শাহিদ-সানিয়ার প্রেমের সূত্রপাত।ওকামিন্থে ছবির সেটে প্রায়ই যেতেন হায়দরাবাদি সুন্দরী। একবার বেঙ্গালুরুর শেরাটন গ্র্যান্ড হোটেলে নিভৃতে সময় কাটাতে যান তারা। কিন্তু তা জানাজানি হয়ে যায়। সেই হোটেলের এক রুমবয় তাদের একান্ত সময় যাপনের কথা বাইরে ফাঁস করে দেন। তার পর থেকেই দেশের অন্যতম পাওয়ার কাপল হিসেবে ধরা হচ্ছিল শাহিদ-সানিয়াকে।

ঘনিষ্ঠতা এতই বেড়ে যায় যে, নিজের কাজ অনুমোদন করানোর জন্যও শাহিদ নির্ভর করতে শুরু করেন সানিয়ার ওপর। সানিয়ার সবুজ সঙ্কেত পেলে তবেই সেই কাজে রাজি হতেন শাহিদ।

শাহিদ-সানিয়ার সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ৬ মাস। কিন্তু কেন ভেঙে গেল এই সম্পর্ক? দু'জনের কেউই এ বিষয়ে মুখ খোলেননি। তবে গুঞ্জন, সম্পর্ক ভেঙে চলে গিয়েছিলেন সানিয়া-ই। তিনি নাকি একই সময়ে শাহিদের পাশাপাশি এক তেলুগু তারকার সঙ্গেও সম্পর্ক রেখেছিলেন। এই সম্পর্ক নিয়ে নাকি খুশি ছিলেন না সানিয়া। অন্তত তার ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি সে রকমই। তার অভিযোগ ছিল, শাহিদ তাকে ব্যবহার করছেন। নিজেকে শাহিদের 'ট্রফি গার্লফ্রেন্ড' বলে মনে হতো সানিয়ার।

যদিও শাহিদের অতিরিক্ত অধিকারবোধ ভালো লাগত না সানিয়ার। ঘনিষ্ঠ মহলে অভিযোগ করেছিলেন, তাদের সম্পর্কে শাহিদ তাকে কোনো স্পেস দেন না। শাহিদের সঙ্গে প্রেম ভেঙে বেরিয়ে আসার পরের বছরই সানিয়া বিয়ে করেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে।

শাহিদ অবশ্য এত তাড়াতাড়ি সাতপাকে বাঁধা পড়েননি। সানিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। ২০১৫ সালে তিনি বিয়ে করেন দিল্লির তরুণী মীরা রাজপুতকে।

এবার ক্যাটরিনাকে বিয়ে করার ঠেলা বুঝছেন ভিকি!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক্যাটরিনাকে বিয়ে করার নেতিবাচক দিক প্রকাশ করলেন অভিনেতা ভিকি। ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজস্থানের সাওয়াই মাধোপুরের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় ক্যাটরিনা ও ভিকির বিয়ে হয়। তাঁদের প্রেম নিয়ে বলিউডে গুঞ্জন থাকলেও বিয়ের আগে কখনও নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে মুখ খোলেননি ভিকি বা ক্যাটরিনা কেউ-ই।

এ বার তারা দাম্পত্য জীবনের টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন।

ক্যাট ও ভিকির বয়সের ব্যবধান পাঁচ বছরের। তবে বলিউডে পেশাার অভিনেতা হিসাবে ভিকির থেকে অনেকটাই বেশি অভিজ্ঞ ক্যাটরিনা। শুধু তাই-ই নয়, বলিউডের সুপারস্টারদের তালিকাতেও প্রথমের দিকে নাম রয়েছে নায়িকার। সেই কারণে নানা ধরনের নাটকীয়তা শোনা যায় তাঁদের নিয়ে।

যদিও একে অপরকে পেয়ে খুশি ভিকি। অভিনেত্রীকে পুত্রবধূ রূপে পেয়ে খুশি ভিকি বাবা-মা। এবার ক্যাটরিনাকে বিয়ে করার নেতিবাচক দিক নিয়ে মন্তব্য করেছেন ভিকি।

প্রেমের শুরুর দিকে ক্যাটরিনার পাত্তা পেয়ে রীতিমতো অবাক হতেন ভিকি।

এমনকি, বিশ্বাস করতে পারতেন না কেন তাঁকে নিয়ে নায়িকার এতটা আগ্রহ। তবে তাঁদের সম্পর্কে সূত্রপাত হয় করণ জোহরের চ্যাট শো থেকেই। তবে সমস্যা হচ্ছে দুজনেই এক পেশায় থাকায়। মাসের পর মাস নাকি দেখা হয় না ভিকি-ক্যাটের। যখন ক্যাটরিনা শুট থেকে ফেরেন, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয় ভিকিকে।

বিয়ের পর থেকে কাজের এমন চাপ যে একসঙ্গে সে ভাবে সময় কাটানো হয়েই ওঠে না। ভিকি বলেন, 'আমাদের পেশাটা আর পাঁচটা চাকরির মতো না হওয়ায় এই সমস্যা। এক ছাদের তলায় থেকেও একসঙ্গে থাকতে পারছি না আমরা।'

তুমুল মারামারি, ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিটাউনে ভালো বন্ধুত্বের পাশাপাশি রেষারেষির উদাহরণও কিছু কম নেই। কোনো সিনেমার সাফল্যে যেমন তারকাদের মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠে, তেমনই বক্স-অফিসের আয়ের জেরে ভেঙে যায় অনেক সম্পর্কও। তবে বক্স-অফিস ও ব্যবসায়িক সাফল্যের চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়েও টিকে যায় খাঁটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

তেমনই সমীকরণ বলিউডের জনপ্রিয় দুই তারকা শাহরুখ খান ও সালমন খানের মধ্যে। পর্দায় দুই খানের রসায়ন যেমন অপ্রতিরোধ্য, পর্দার বাইরেও খুব ভালো বন্ধু তারা। তবে শাহরুখ-সালমানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও তাদের ভক্তদের মধ্যেকার সম্পর্ক একেবারেই সাপে-নেউলে!

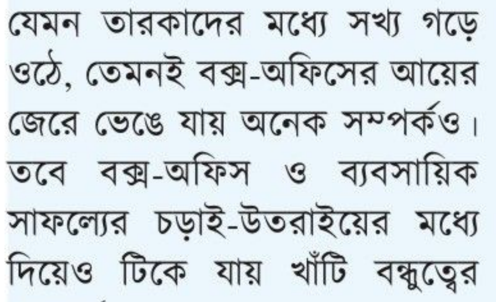

সম্প্রতি তার নতুন উদাহরণ দেখা গেল এক প্রেক্ষাগৃহের বাইরে। হলে 'জাওয়ান' সিনেমা দেখতে গিয়ে 'টাইগার থ্রি'র পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন শাহরুকেহ ভক্তরা। বিষয়টি নজরে পড়তেই মাঠে নামেন সালমানের ভক্তরা। সালমান-শাহরুখ ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় তুমুল মারামারি।

শুধু তাই নয়, দুই খানের ভক্তদের মারামারিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও আসে ঘটনাস্থলে। সালমান-শাহরুখ ভক্তদের হাতাহাতি থামাতে ঘাড় ধরে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের করে দেন তারা।

ইতোমধ্যে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখানে দেখা গেছে, মুখে 'জাওয়ান'র মতো ব্যান্ডেজ বাঁধা তরুণদের কলার ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

যা দেখে নেটিজেনদের একাংশের মন্তব্য, এবার জওয়ানি বের করে দেবে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনো অভিযোগ দায়ের হয়েছে কিনা, সেটা এখনও জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, গত ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে শাহরুখ অভিনীত সিনেমা 'জাওয়ান'। রীতিমতো বিশ্বব্যাপী ঝড় তুলেছে সিনেমাটি। অন্যদিকে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সালমানের 'টাইগার থ্রি'। এতে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরুখ।

শাহরুখকন্যার থেকে নজর সরানো দায় ছিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পোশাকের কারণে একাধিকবার সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান কন্যা সুহানা খান। স্টারকিড হওয়ায় বরাবরই ভক্ত-অনুরাগীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তিনি। চাইলেও নিজেকে আড়ালে সরিয়ে রাখতে পারেননি। এবারও পারলেন না। ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ আম্বানি পরিবারের গণেশ চতুর্থীর অনুষ্ঠানে পরিবারসহ হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ খান। যেখানে আলাদাভাবে সকলের নজর কেড়েছেন সুহানা খান। খুব সাধারণ ড্রেসআপেই শাহরুখকন্যাকে দেখতে অসাধারণ লাগছিল। এদিন সাদা রঙের একটি কুর্তিতে দেখা যায় সুহানাকে। মুক্তা ও ফুলের নকশার ডিজাইনে ঝলমলে আলো ছড়াচিছল তারকাকন্যার পোশাক। স্লিভলেস কুর্তির সঙ্গে হালকা সাজ, কাধে দোপাট্টা ও একই রঙের সালোয়ারে মোহমীয় লাগছিল সুহানাকে। অনুষ্ঠানে শাহরুখকন্যার থেকে নজর সরানোও যেন দায় ছিল সকলের। বলিউড বাদশাহর এই সাজ বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে ভক্ত-অনুরাগীদেরও। এদিন শাহরুখ তার স্ত্রী গৌরী খান, সন্তান সুহানা-আব্রামকে নিয়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে নতুন ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি আরিয়ান খান। প্রসঙ্গত জোয়া আখতারের নতুন সিরিজ 'দি আর্চিজ'-এর মাধ্যমেই খুব শিগগিরই অভিনেত্রী হিসেবে হাতেখড়ি হতে চলেছে সুহানা। এই সিরিজে লজের চরিত্রে দেখা যাবে শাহরুখকন্যাকে।

বিশ্বকাপেও

অনিশ্চিত টিম সাউদি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আজ তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। মিরপুরের শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় স্বাগতিকদের বিপক্ষে মাঠে নামবে লুকি ফার্গুসনের দল।

এই সিরিজের জন্য বিশ্বকাপের দলে থাকা ৫ ক্রিকেটারকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট। ফার্গুসন ছাড়াও বাংলাদেশে আসা অন্য ৪ জন হলেন- ট্রেন্ট বোল্ট, রাচিন রবিন্দ্রা, ইশ সোধি ও উইল ইয়াং।

চোটের কারণে সিরিজের বাইরে রয়েছেন কিউই পেসার টিম সাউদি। আজ (বৃহস্পতিবার) তার ডান হাতের আঙুলে অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে তো নেইই, বিশ্বকাপেও তাই অনিশ্চিত টিম সাউদি।

যদিও কিউই টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছে বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন দলের অন্যতম সেরা এই পেস অস্ত্র।

গত সপ্তাহে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ক্যাচ নিতে গিয়ে আঙুলে চোট লাগে টিম সাউদির। লর্ডসে জো রুটের দেওয়া ক্যাচ স্লিপ থেকে মুষ্ঠিবদ্ধ করতে গিয়ে আঙুলে শক্ত আঘাত পান এই পেসার। বিশ্বকাপের দলে সাউদিকে পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ফিফার র‍্যাংকিং প্রকাশ,

সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপে বহুল কাঙ্ক্ষিত সোনালী ট্রফি জিতলেও ফিফা র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে ওঠা হয়নি আর্জেন্টিনার। পরবর্তীতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলটি এপ্রিলের শুরুতে ৬ বছর পর র‍্যাংকিংয়ের নম্বর ওয়ান পজিশন দখল করে নেয়। এর মাধ্যমে তারা পেছনে ফেলে দেয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে। এবার সেই অবস্থান আরও মজবুত করলেন লিওনেল মেসিরা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের ব্যবধান আরও বেড়ে গেল।

বৃহস্পতিবার নতুন এই র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে বিশ্বের সর্বোচ্চ ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। এছাড়া তালিকার শীর্ষ সাতটি অবস্থানে আসেনি কোনো পরিবর্তন। তালিকায় সবার ওপরে থাকা আর্জেন্টিনার পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ১৮৫১.৪১। গত জুলাইয়ে সবশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮৪৩.৭৩ পয়েন্ট ছিল তাদের।

নম্বর দুইয়ে থাকা ফ্রান্স ৮.৬৫ পয়েন্ট পিছিয়ে গেছে। আগের র‍্যাংকিংয়ে আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান ছিল মাত্র ০.১৯। কিছুদিন আগে ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেও প্রীতি ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপের দল জার্মানির কাছে হেরে যায়। ফলে ফ্রান্সের পয়েন্ট ২.৭৮ কমে দাঁড়িয়েছে ১৮৪০.৭৬-এ।

তবে পয়েন্ট বেড়েছে তিনে থাকা ব্রাজিলের, ৯.৩৪ বেড়ে ১৮৩৭.৬১ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে নেইমার জুনিয়রদের। চলতি মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে নিজেদের মাঠে বলিভিয়াকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর তারা পেরুর মাঠে ১-০ গোলে জেতেন। এর মাধ্যমে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা সামনে থাকা ফ্রান্সের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়েছে।

এরপর ফিফার প্রকাশিত র‍্যাংকিংযে চতুর্থ থেকে সপ্তম স্থান পর্যন্ত কারও অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। যথাক্রমে রয়েছে ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া ও নেদারল্যান্ডস। এক ধাপ এগিয়ে আটে উঠে এসেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। তাদের জায়গা দিতে গিয়ে নয়ে নেমে গেছে ইতালি। দশম স্থান রয়েছে স্পেনের দখলে।

গত বিশ্বকাপে চমক দেখানো মরক্কো আফ্রিকার দলগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। একধাপ এগিয়ে তারা উঠেছে ১৩ নম্বরে। সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি রয়েছে ১৫তম স্থানে। ১৭ নম্বরে অবস্থান করছে উরুগুয়ে। এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে রয়েছে জাপান (১৯তম)।

এখনও পূরণ হয়নি মেসির যে স্বপ্ন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল ক্যারিয়ারে এমন কোনো শিরোপা নেই যা লিওনেল মেসির শোকেসে পাওয়া যাবে না। যেই শিরোপা নিয়ে আক্ষেপ ছিল সেই বিশ্বকাপ শিরোপাও স্থান পেয়েছে শোকেসে। তাই ফুটবল থেকে আর চাওয়ার কিছু নেই মেসির। বিশ্বকাপ জয়ের পর এমন কথা বেশ কয়েকবার বলেছেন এ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

এবার নিজের এক সুপ্ত বাসনার কথা জানালেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ওলগাকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে নিজের সেই মনোবাসনার কথা জানিয়েছেন মেসি। আর এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনার খেলা-ধূলা বিষয়ক গণমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস।

স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর সঙ্গে মেসির সম্পর্কটা অনেকদিনের। ২০১৭ সালে বিয়ের পিড়িতে বসেন তারা। বিয়ের আগে দুটি ও বিয়ের পরে একটি সন্তান আসে এই দম্পতির ঘরে। এবার চতুর্থ সন্তানের অপেক্ষায় আছেন তারা।

সাক্ষাতকারে মেসি বলেন, 'আমরা আরও একটি সন্তান নিতে চাই। দেখি এবার মেয়ে হয় কি না। আন্তোনেল্লা একজন ভালো মা। আমি তার প্রতি মুগ্ধ। সে ২৪ ঘণ্টা সন্তানদের সঙ্গে থাকে। ভ্রমণ, খেলা, প্রাক-মৌসুম, জাতীয় দলের কারণে আমাদের বেশিরভাগ সময় দূরে থাকতে হয়।'

অবসর ও ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, 'আমি এখন আগামী বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি না, এটা অনেক দূরে। হ্যাঁ, আসন্ন কোপা আমেরিকা নিয়ে ভাবছি। দারুণ এক টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে। এরপর দেখা যাবে। এটা (খেলা চালিয়ে যাওয়া) নির্ভর করছে আমার শরীরের ওপর। (বিশ্বকাপ জয়ের) বছর কেটে গেছে এবং আমাদের দেখতে হবে দিনকে দিন আমি কেমন অনুভব করি। আমি দূরের কথা ভাবতে চাই না। যতটা পারি খেলা উপভোগ করতে চাই।'

পাকিস্তান একটি

গড়পড়তা দল: হরভজন সিং

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের পর্দা উঠতে আর বাকি মাত্র দুই সপ্তাহ। আগামী ৫ অক্টোবর ভারতে শুরু হবে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর। জমজমাট এই টুর্নামেন্টের শিরোপা কার ঘরে উঠছে, তা নিয়ে এরই মধ্যে ভবিষ্যৎবাণী করা শুরু করেছেন ক্রিকেট বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরা।

সে স্রোতে গা ভাসালেন ভারতীয় অফস্পিনার হরভজন সিংও। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান দলকে তিনি করে বসেছেন নেতিবাচক মন্তব্য।

ওয়ানডে ফরম্যাটে বাবর আজমের দলকে 'গড়পড়তা' আখ্যা দিলেন হরভজন। পাকিস্তান বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলার সামর্থ্য রাখে এই কথাটিই মানতে নারাজ ভারতের এই কিংবদন্তি স্পিনার।

হরভজন তার ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, 'মানুষ বলছে পাকিস্তান সেমিফাইনাল খেলতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, ওয়ানডেতে পাকিস্তান একটি গড়পড়তা দল। তারা টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভালো খেলে। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আমি পাকিস্তানের চেয়ে নিউজিল্যান্ডকে ফেবারিট মনে করি। আমার দৃষ্টিতে চার সেমিফাইনালিস্ট হলো- ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।'

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপের সুপার ফোরে একমাত্র বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় পেয়েছে পাকিস্তান। একই পর্বে ভারতে কাছে ২২৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে বাবর আজমের দল।

শেষমেশ শ্রীলঙ্কার কাছে ২ উইকেটে হেরে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় হয়েছে পাকিস্তানের। বিশ্বকাপের মঞ্চে আগামী ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।

রিয়াল কোচের দৃষ্টিতে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানসিটিই ফেবারিট

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চলতি মৌসুমের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর্দা উঠেছে ১৯ সেপ্টেম্বর। এরই মধ্যে অংশগ্রহণকারী ৩২টি দলের সবাই খেলে নিয়েছে নিজেদের প্রথম ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। শেষ মুহূর্তে গোল করে হলেও ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদও পেয়েছে প্রথম জয়ের স্বাদ।

ইউনিয়ন বার্লিনের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে ১-০ তে জয় পেয়েছিল রিয়াল। তাতে কী আত্মবিশ্বাস কমে গেছে স্প্যানিশ ক্লাবটির কোচ কার্লো আনচেলত্তির? আসর শুরুর আগেই তিনি এবারে আসরে ম্যানসিটিকেই ফেবারিট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছেন!

গত মৌসুমে ইতালির ক্লাব ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জয় করে ম্যানসিটি। ওই আসরের সেমিফাইনালে মাদ্রিদের দলটিকে ৫-১ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করেছিল পেপ গার্দিওলার দল।

মঙ্গলবার ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে কার্লো আনচেলত্তি বলেন, 'আমি মনে করি এই আসরে সিটিই ফেবারিট। তাদের এমন একটি স্কোয়াড রয়েছে যেটা তাদেরকে গত আসরে শিরোপা এনে দিয়েছে। তারা সবসময়ই ভালো ফুটবল খেলে। টুর্নামেন্টের শেষ দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এজন্যই আমি তাদেরকে ফেবারিট মনে করি।'

তিনি আরো বলেন, 'স্পষ্টই আমাদের লক্ষ্য থাকবে গ্রুপ পর্ব, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল পার হয়ে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত যাওয়া। কোনোরকম চাপ ছাড়াই আমরা শেষ চারে পৌঁছাতে পারব। নিজেদেরকে আসরের শুধু একটি প্রতিযোগী দল হিসেবে দেখি। কখনোই আমার দলকে ফেবারিট মনে করি না।'

এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বোচ্চ ১৪ বারের শিরোপাজয়ী ক্লাব হলো রিয়াল মাদ্রিদ। ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাবও এটি। চলতি ২০২৩-২৪ মৌসুমে তারা 'সি' গ্রুপে রয়েছে। সবশেষ গত বুধবার তারা বার্নাব্যুতে ইউনিয়ন বার্লিনের বিপক্ষে জয় পেয়েছিল। গ্রুপে তাদের অন্য ২ প্রতিপক্ষ হলো- ইতালি ক্লাব ন্যাপোলি এবং পর্তুগালের ক্লাব ব্রাগা।

অঁরির রেকর্ড ছুঁলেন সালাহ,

পিছিয়ে পড়েও জয় লিভারপুলের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ ক্লাবের হয়ে ইউরোপের বড় টুর্নামেন্টে এতদিন সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি ছিল ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরির।বৃহস্পতিবার রাতে সে রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন মোট ৪২ গোল করা মোহাম্মদ সালাহ।

সালাহর রেকর্ড ছোঁয়ার রাতে পিছিয়ে পড়া ম্যাচেও দুর্দান্ত এক জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে লিভারপুল। ৭ বছর পর ইউরোপা লিগে খেলতে নেমে অস্ট্রিয়ান ক্লাব লাস্ককে ৩-১ গোলে হারিয়ে শুভসূচনা করেছে জার্গেন ক্লপের দল।

প্রতিপক্ষের মাঠে খেলতে গিয়ে ১৪ মিনিটের মাথায় পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। লাস্ককে এগিয়ে দেন ফ্লেকার। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান নুনেজ।

এর ৮ মিনিট পরই লুইস দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ৮৮ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে শেষ গোলটি করেন সালাহ। আর এই গোলের মাধ্যমে থিয়েরি অঁরির রেকর্ডে ভাগ বসান মিসরীয় তারকা।

যাকে অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক করে

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের ইনজুরি এবং সর্বশেষ এশিয়া কাপে আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের স্কোয়াড ঘোষণায় দেরির কথা আগেই জানা গেছে। এ নিয়ে গতকাল জরুরি বৈঠকে বসেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যেখানে বাবর আজম অধিনায়ক এবং শাদাব খানকে সহ-অধিনায়ক করে বিশ্বকাপ দল ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড ঘোষণা করার কথা রয়েছে।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে পাকিস্তানের বিশ্বাকাপ স্কোয়াড। এমনকি পিসিবি সূত্রের বরাত দিয়ে একটি স্কোয়াড গণমাধ্যমেও এসেছে। যেখানে রাখা হয়নি নাসিম শাহকে। মূলত চোটের কারণেই দলে নেই তিনি। তার পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন হাসান আলী। আর স্কোয়াডে টিকে গেছেন শাদাব খানও। আলোচিত স্পিনার আবরার আহমেদ নেই মূল স্কোয়াডে, তবে জায়গা পেয়েছেন রিজার্ভ বেঞ্চে।

পাকিস্তান স্কোয়াড: বাবর আজম (অধিনায়ক) আবদুল্লাহ শফিক, ফখর জামান, ইমাম-উল-হক, ইফতিখার আহমেদ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), শাদাব খান, মোহাম্মদ নওয়াজ, উসামা মীর, হারিস রউফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, হাসান আলী, শাহিন শাহ আফ্রিদি , সৌদ শাকিল, সালমান আলী আগা।

রিজার্ভ: মোহাম্মদ হারিস, আবরার আহমেদ, জামান খান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR